দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... AUG 1 1 1989
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

সা'দত কলেজ ॥ নকলে বাধা দিলেই ম্যাজিস্ট্রেট, শিক্ষক লাঞ্ছিত হন অহরহ

মীর আনোয়ার হোসেন (টুটুল), মির্জাপুর থেকে ॥ করটিয়া সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অবাধ নকলে বাধা প্রদান করলেই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এই অপ্রীতিকর ঘটনায় কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক দলের সদস্যরা উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের হাতে মার খেয়েছে, কখনও কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটকে চড়-থাপ্পড় খেতে হয়েছে, আবার কখনও পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসবই বিভিন্ন পরীক্ষায় নকলে বাধা প্রদানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে বলে কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে।

সূত্র মতে রবিবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সাবসিডিয়ারি পার্ট-১-এর পরীক্ষার্থীদের নকল করতে বাধা দিলে পুলিশ ও বহিরাগতদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষকালে করটিয়া গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে বেলাল গুলিবিদ্ধ হয়ে সোমবার রাতে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে মারা যায়। সূত্রটি আরও জানায় যে, এ কলেজে পরীক্ষায় ব্যাপক নকলবাজিতে বাধা দেয়ায় এর আগেও দু'বার এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। গত '৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাস্টার্স পরীক্ষায় ব্যাপক নকলবাজি প্রতিরোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক দল এলে উচ্ছৃঙ্খল নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা টিমের সকল সদস্যকে মারপিট করে গুরুতর আহত করে। এ ঘটনার জের হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সা'দত কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে। পরে পরীক্ষার্থীরা ঢাকা যেয়ে পরীক্ষা দেয়। এ সময়ে টাঙ্গাইলের জাতীয় নেতৃবৃন্দের অনুরোধে পরবর্তী বছর পুনরায় সা'দত কলেজে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে '৯১ সালে অনার্স পরীক্ষার সময় একইভাবে নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের প্রতিরোধে এসে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষার্থীদের হাতে চড় থাপ্পড় খেয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র ত্যাগ করেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ এ ঘটনায় ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ায় সে সময় আর কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে কলেজ সূত্রটি উল্লেখ করে।